তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

কালের কণ্ঠ

প্রাইম ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে নাহিদ

সরকারের একার পক্ষে সবার শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

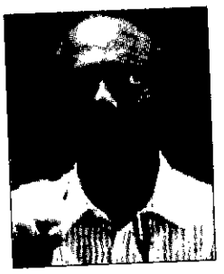

বেসরকারি খাতের সহযোগিতা ছাড়া সরকারের একার পক্ষে শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বিশ্বের কোনো দেশেই বেসরকারি খাতের সমর্থন ছাড়া এটা সম্ভব হয়নি। গতকাল শনিবার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ কথা বলেছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাদের সক্ষমতা রয়েছে তাদের সরকারের শতভাগ শিক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচিতে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পেয়ে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত এক শিক্ষার্থী গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণে অন্যান্য ব্যাংককেও এ ধরনের শিক্ষাবৃত্তি চালুর প্রস্তাব করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, 'আমি জানি, প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধ (করপোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি–সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় বেশ কয়েকটি ব্যাংকে শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প চালু রয়েছে। সব ব্যাংকের এ ধরনের শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি থাকতে হবে। ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও (এনবিএফআই) এ কর্মসূচি থাকতে হবে।'

প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরীর এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর বলেন, 'সিএসআর কর্মসূচির ওপর কর মওকুফ দেওয়ার বিষয়ে আমি অবশ্যই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করব। প্রয়োজন হলে অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব। কারণ অনেক ব্যাংকই বলে আসছে কর দিতে না হলে সিএসআর খাতে আরো বেশি অর্থ ব্যয় করা যেত।'

প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মেধার চর্চা বিকেন্দ্রীভূত হচ্ছে জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, '২০০২ সালে আমি একটি জেলায় জেলা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। ৪৭ লাখ মানুষের বসবাসের ওই জেলা থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছিল মাত্র চারজন ছাত্রী। একই বছরে ঢাকার ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছিল ৪০০ শিক্ষার্থী। তখন শিক্ষার গুণগত মান সব জায়গায় সমান ছিল না। রাজধানীসহ বড় বড় শহরে কেন্দ্রীভূত ছিল। এখন তা অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে।'

আজম জে চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন প্রাইম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ কামাল খান চৌধুরী, প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নাদের খান ও ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. ইকবাল আনোয়ার।

আয়োজকরা জানান, প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০০৭ সাল থেকে প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর ৩৪৪ জন স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে দুই হাজার ৪০০ টাকা করে বৃত্তি দিচ্ছে ফাউন্ডেশন। বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সব শিক্ষার্থীর অ্যাকাউন্টে অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রথম তিন মাসের বৃত্তির টাকা জমা করা হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর পুরো শিক্ষাজীবন ধরেই এ বৃত্তি দেওয়া হবে।

গত ১০ বছরে এ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দুই হাজার ৭৭৯ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, চক্ষু হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউটসহ নানা ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রাইম ব্যাংক।

ফাউন্ডেশন শুধু যে বৃত্তি দিয়েই ক্ষান্ত তা নয়, অতীতে যেসব শিক্ষার্থী বৃত্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদেরও খোঁজখবর রাখে। এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে এবারের অনুষ্ঠানে সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ২০০৭ সালে বৃত্তি পেয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করে বর্তমানে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে কর্মরত ছাইফুল ইসলাম বলেন, 'এই বৃত্তি পেয়ে শুধু আমার লেখাপড়া হয়েছে এমন নয়, আমার দুই বোনের পড়ালেখা বাধাগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে।'